আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। যদিও গত ১৯ জুন এ পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি গতকাল সোমবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি সংক্রান্ত বৈঠক শেষে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন।

advertisement

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কোভিড ১৯-এর কারণে পরীক্ষার বিষয়, নম্বর ও সময় কমিয়ে আনা হয়েছে এবং পুনর্বিন্যাসকৃত সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে পরীক্ষা শুরুর সময় পরিবর্তন করে সকাল ১০টার পরিবর্তে বেলা ১১টায় করা হয়েছে। পরীক্ষার সময় ৩ ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টা করা হয়েছে। এমসিকিউ ২০ মিনিট এবং সিকিউ ১ ঘণ্টা

৪০ মিনিট।

এ বছর ৯টি সাধারণ বোর্ড, মাদ্রাসা এবং কারিগরি বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ২০ লাখ ২১ হাজার ৮৬৮ জন। মোট কেন্দ্র তিন হাজার ৭৯০। মোট প্রতিষ্ঠান ২৯ হাজার ৫৯১টি। বিদেশে আট কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে ৩৬৭ শিক্ষার্থী।

গত বছরের তুলনায় এ বছর পরীক্ষার্থী কমেছে ২ লাখ ২১ হাজার ৩৮৬ জন। ২০২১ সালে পরীক্ষার্থী ছিল ২২ লাখ ৪৩ হাজার ২৫৪ জন।

শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, প্রতিবছর অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের একটা বড় সংখ্যা থাকে, এবার সেটি নেই। গেল বছরে পরীক্ষার ফল বিগত সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো হয়েছে। যে কারণে কমেছে অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা।

তবে কোভিডপরবর্তী শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে- এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে ডা. দীপু মনি বলেন, সরকারি জরিপে এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। অনিবার্য কারণে কোনো পরীক্ষার্থীকে এর পরে প্রবেশ করতে গেলে তাদের নাম, রোল নম্বর, প্রবেশের সময়, বিলম্ব হওয়ার কারণ ইত্যাদি একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে, ওই দিনই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে প্রতিবেদন আকারে দিতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, আসন্ন এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা সুষ্ঠু, সুন্দর ও প্রশ্নফাঁসের গুজবমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত সব কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে।

এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগামী ২০২৩ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্বাভাবিক সময়ের কাছাকাছি অনুষ্ঠিত হবে। জ¦ালানি সাশ্রয়ের উদ্দেশে সপ্তাহে দুদিন ক্লাসই আপাতত বহাল থাকবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক মনে হলে, পরিবর্তন করতে পারে সরকার। তবে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে দুদিন ছুটি থাকবে বলেও জানান তিনি।

রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাগুলো পাবলিক পরীক্ষা। এখানে রাজনৈতিক বা দলীয় কোনো ব্যাপার না। আমাদের ছেলেমেয়েদের সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখা আমাদের দায়িত্ব। সব রাজনৈতিক দলের প্রতি বিনীত আহ্বান- পরীক্ষা চলাকালে এমন কোনো কর্মসূচি তারা দেবেন না। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট না করি। কোনো ধরনের সহিংসতার দিকে না যাই।